

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্তব:

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রশিরীমেকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষাত্তম॥

প্রফুল্ল-পুন্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধতিটামৃত।
গুটকিওদর মাং পাহি নানাভাগে-পূরন্দর॥

নজিধর-সুধাদায়িন্দিদ্রদ্যুম্ন-প্রসাদতি।
সুভদ্রা-লালন-ব্যগ্র রামানুজ নমাহেস্তুতঃ॥

গুণ্ডচি-রথযাত্রাদি-মহাৎসব-ববির্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডচিরথ-মণ্ডনম্॥

দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস।
নতিশ-নূতন-মাহাত্ম্যদর্শনি চৈতন্যবল্লভ॥

“হে শ্রীজগন্নাথ! হে নীলাচল পরবত শীর্ষরে মুকুটস্থতি রত্নস্বরূপ! হে দারুব্রহ্মরূপে প্রকটতি পুরুষাত্তম, হে ঘনশ্যাম! করুণাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হানো।”

“হে প্রফুল্ল কমললাচেন নাথ! হে লবণাক্ত সাগররূপ নয়নের অমৃত স্বরূপ! হে গুটকিওদর, সদা নানা লীলা উপভোগেরত প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।”

“আপনি আপনার নজি অধর বনিঃসৃত সুধা আপনার ভক্তগণকে প্রদান করে থাকেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার আনুকূল্য অর্জন করেছেন। আপনি আপনার ভগ্নী সুভদ্রাকে অনুক্ষণ স্নেহেরাশি দ্বারা লালন করে ব্যগ্র। হে বলরাম-অনুজ, আপনাকে প্রণিপাত জানাই।”

“আপনি বিভিন্ন উৎসব প্রবর্তন করেছেন, যমেন রথে আরোহন করে মহাসমারোহে গুণ্ডচি মন্দিরে যাত্রা। আপনি শূণ্ডচিগামী রথের শাভো স্বরূপ। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনাকে বন্দনা করি।”

“আপনার চিত্ত সর্বদা দীন, হীন, মহা নীচ পতিদের প্রতি দয়ার্দ্র। আপনি অনুক্ষণ নতিশ নূতন মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে থাকেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্ম্যন্ত প্রিয়। বল্লভ। আমি আপনাকে প্রণিপাত করি।”